



বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
পার্লামেন্টারী স্টাডিজ



Global
Gateway



Funded by
the European Union



জাতীয় বাজেট ২০২৪-২০২৫: সারসংক্ষেপ স্বাস্থ্য



Finance Division, Ministry of Finance

PFM Action Plan

Component-12

Strengthen Parliamentary Oversight and Scrutiny of Public Expenditure



DT Global



সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট
হেল্পডেস্ক
২০২৪

১. প্রেক্ষাপট

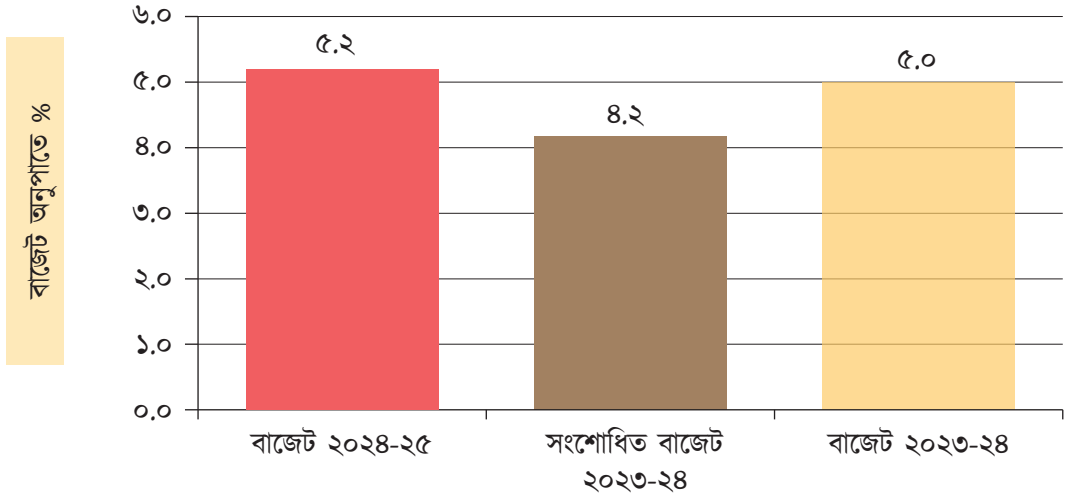
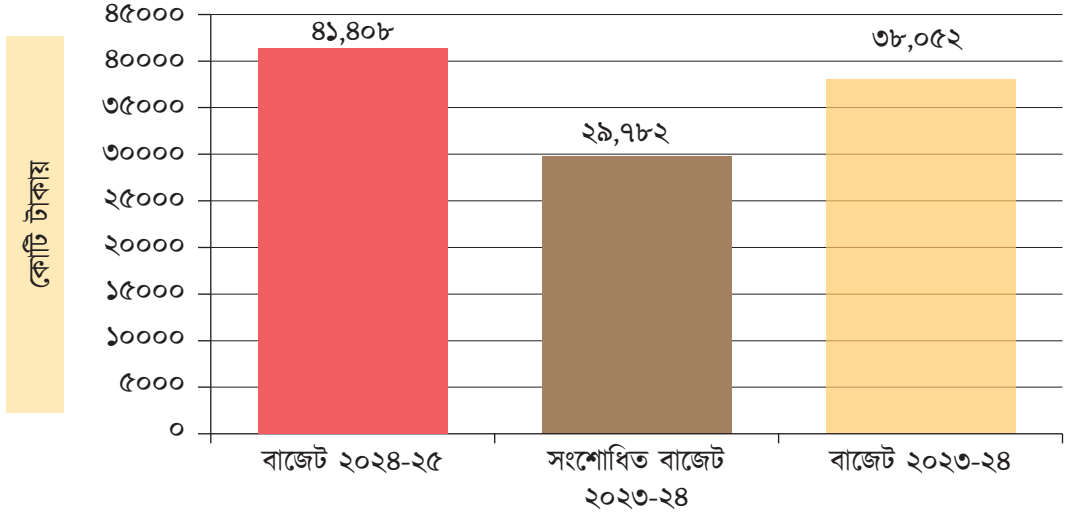
দেশের জাতীয় পরিকল্পনা, নীতি এবং কৌশলপত্র অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অগ্রাধিকার খাত। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় এবং কোভিড ১৯ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ ও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গত দেড় দশকে স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মাতৃমৃত্যু হার ২০০৭ সালের প্রতি লক্ষে ৩৫১ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৩৬ হয়েছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যু হার ২০০৭ সালের প্রতি হাজারে ৬০ থেকে বর্তমানে ৩৩-এ নেমে এসেছে। নবজাতকের মৃত্যু হার ২০০৭ সালের প্রতি হাজারে ২৯ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০ হয়েছে। প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ২০০৭ এর ৬৬.৬ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২.৩ বছরে উন্নীত হয়েছে (২০২৪)।

স্বাস্থ্য খাতের সকল অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২৩ সালে ১০ হাজার ৫০০ জন চিকিৎসক, ১৫ হাজার নার্স, ১ হাজার মিডওয়াইফ, এবং ৬৫০ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ করা হয়েছে। সারাদেশে এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৩১১ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২৪টি বিশেষায়িত হাসপাতাল, ১৫ টি জেলা হাসপাতাল এবং ৫৭টি উপজেলা হাসপাতালসহ ৯৬টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে একটি হেলথ কল সেন্টার (১৬,২৬৩) চালু রয়েছে। ৪২৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং ১০৪টি কেন্দ্র পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ১০ শয্যাবিশিষ্ট ১৫৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং উক্ত সেবা কেন্দ্রে সেবা প্রদানের জন্য ১,৫৯০টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যখাত

আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ৫.২ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার পরিমাণ ৪১ হাজার ৪০৮ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে মোট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪.২ শতাংশ। উল্লেখ্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৮ হাজার ৫২ কোটি টাকা। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে ২৭.৯ শতাংশ (লেখচিত্র ১)।

লেখচিত্র ১: বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ

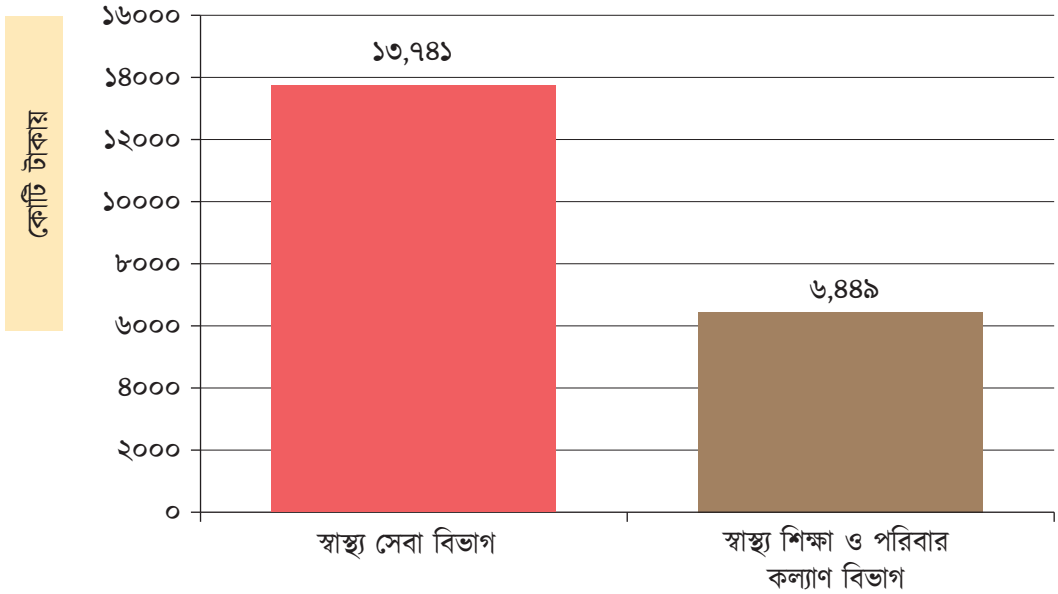


তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৪-২৫, বিবরণী ২।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ

আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্বাস্থ্য খাতের জন্য মোট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ২০ হাজার ১৯০ কোটি টাকা, যা মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বরাদ্দের ৭.৬ শতাংশ। বিভাগওয়ারী বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জন্য বরাদ্দ ১৩ হাজার ৭৪১ কোটি টাকা। অপরদিকে, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য এ বরাদ্দের পরিমাণ ৬ হাজার ৪৪৯ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্বাস্থ্য খাতের জন্য মোট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছিল ১৫ হাজার ৪৬৩ কোটি, যা প্রস্তাবিত বাজেটে ৩০.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র ২)।

লেখচিত্র ২: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দ প্রস্তাবনা



তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৪-২৫, বিবরণী ১০।

৪. উপসংহার

জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের কার্যকর ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহের অবকাঠামোগত পরিবর্তন এবং সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং গ্রামীণ এলাকায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য গৃহীত উদ্যোগ সমূহের ব্যাপক উন্নয়ন সাধনে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রসমূহে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোর উন্নয়ন করে একটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা সম্ভব, যা টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।